নীলদর্পণ : ঊনিশ শতকে বাংলার সমাজজীবনের চিত্র যেসব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল দীনবন্ধু মিত্রের লেখা নাটক 'নীলদর্পণ' । নীল চাষিদের ওপর নীলকর সাহেবদের শোষণ, অত্যাচার ও নীলবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন ।

ঊনিশ শতকে ইউরোপে বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ইংরেজিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা বাংলায় এসে এখানকার চাষিদের ধানচাষের পরিবর্তে নীলচাষে বাধ্য করে । ফলে চাষীদের ঘরে খাদ্যাভাব দেখা দেয় ও বাংলার চাষিদের জীবনে চরম দুর্দশা নেমে আসে । ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের জীবনে নেমে আসা দুর্দশার অশ্রুসজল কাহিনি 'নীলদর্পণ' নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয় । চাষিদের জমি থেকে উৎখাত করা, ঘর-বাড়িতে আগুন লাগানো, নীলকুঠিতে চাষিদের ধরে নিয়ে গিয়ে অমানবিক নির্যাতন প্রভৃতি এই নাটকে তুলে ধরা হয় ।

'নীলদর্পণ' নাটকে নীলচাষিদের ওপর যে নির্মম অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরা হয় তা থেকে শিক্ষিত সমাজ নীলচাষিদের ওপর এই অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে বাংলার শিক্ষিত সমাজের তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তীব্র শোষণ ও অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার দরিদ্র নীলচাষিরা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা 'নীলবিদ্রোহ' নামে পরিচিত। নীলদর্পণ নাটকে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ও প্রসারের চিত্র প্রতিফলিত হয়।

'নীলদর্পণ' নাটক হল বাংলার প্রথম বাংলা ভাষায় নাটক যা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং পাদ্রী রেভারেন্ড জেমস লং এর নামে প্রকাশিত হয়। স্বার্থবিরোধী হওয়ায় লং সাহেবের নামে নীলকররা মামলা করে। মামলায় লং সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা দেন কালিপ্রসন্ন সিংহ। নীলদর্পণ নাটক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এই নাটক অনূদিত হয়। 'নীলদর্পণ' নাটক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে সচেতন ও প্রতিবাদী করে তোলে। এই নাটক বাঙালির মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। 'নীলদর্পণ' নাটক মানুষের আবেগে কতটা ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল তা একটি ঘটনা থেকে জানা যায়। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার সময় দর্শক আসনে বসে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যাচারী নীলকর সাহেব মিস্টার উডের চরিত্রে অভিনয়কারী অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির দিকে জুতো ছুড়ে মেরেছিলেন।

নীলদর্পণ নাটকে দীনবন্ধু মিত্র নীলবিদ্রোহের কাহিনি বর্ণনার দ্বারা সমকালীন সমাজকে তুলে ধরেছেন। তিনি এই নাটকটিতে সমাজের অসহায় ও অত্যাচারিত নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজের অসহায় প্রজাদের দুঃসহ লাঞ্ছনা তুলে ধরেছেন। এই নাটকের গোলক বসু, নবীন মাধব, বিন্দু মাধব, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা ধরা পড়ে। গোলক বসুর সহজ-সরল বিশ্বাস, নবীন মাধবের কর্তব্যবোধ ও পিতৃভক্তি, সৈরিন্ধ্রীর পতিব্রতা, সাবিত্রীর অপত্য স্নেহ বাঙালি সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি মেলে ধরে। দীনবন্ধু মিত্র তার এই নাটকে বাস্তব সমাজ-সমস্যা, সমাজের পরিচিত প্রতিদিনের ঘটনা, চেনামুখ ও তাদের চোখের জল ও মুখের হাসি তুলে ধরেছেন। নীলকরদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সমাজের রায়ত, সম্পন্ন কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সকলে একজোট হয়েছিল। তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদের ভাষা এই নাটকে ধরা পড়ে।